ফসল উৎপাদনের স্বপ্ন বাস্তবয়নে

গজেন্দ্রপুর উত্তর ও সংশ্লিষ্ট পানি ব্যবস্থাপনা দলসমূহ

পোল্ডার ২৯, ডুমুরিয়া, খুলনা।

প্রেক্ষিত ঃ

২৯ নং পোল্ডারের অধীনে খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার ৯নং সাহস ইউনিয়নে গজেন্দ্রপুর, কাপালিডাঙ্গা ১০ নং ভান্ডারপাড়া ইউনিয়নের উলা দক্ষিণ, ও হাজিবুনিয়া গ্রাম অবস্থিত। গ্রাম গুলির আওতায় ৫০০ হেক্টর ফসলি জমি রয়েছে, যার পানি সরবারহ পোদখালী খালের উপর নির্ভরশীল। গজেন্দ্রপুর কালভার্টের ক্যাচমেন্ট এর সকল জমি সমতল নয় বিধায় নীচু জমিতে সৃষ্টি হয় জলাবদ্ধতা এবং উচু জমিতে পানির অভাবে আমন ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। অত্র মাঠের জমির মধ্যে ৫০% জমি উঁচু, ৩৫% জমি মধ্যম এবং ১৫% জমি নীচু। উক্ত মাঠে পানি সরবরাহ ও মাঠ থেকে পানি নিষ্কাশনের একমাত্র পথ হচ্ছে তেলিখালী স্লুইস। তেলিখালী ২ ভেন্ট স্লুইসের আওতাভুক্ত এলাকা প্রায় ২৪০০ হেক্টর, এটি ২৯ নং পোল্ডারের মধ্যে সর্ববৃহৎ ক্যাচমেন্ট। বৃহৎ ক্যাচমেন্টের পানি উক্ত স্লুইসের মাধ্যমে সময়মত সরবরাহ ও নিষ্কাশন সম্ভব হয় না। যার ফলে সংশ্লিষ্ট মাঠের কৃষক ভাইয়েরা তাদের ফসল ক্ষয়ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য প্রতি বছর পোদখালী খালের মুখে একাধিক বার আঁড়বাঁধ নির্মাণ ও অপসারণ করে থাকেন।

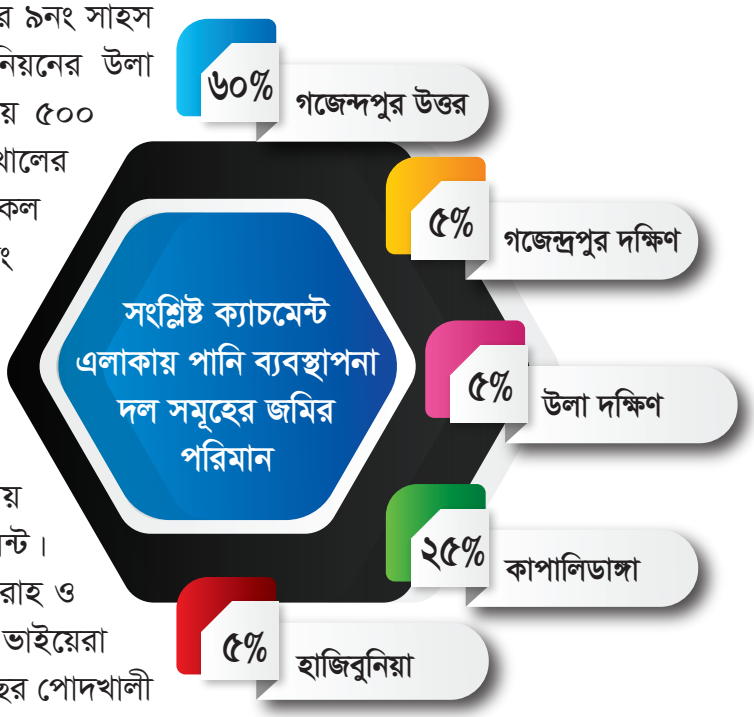

বর্ণনা ঃ

অভ্যন্তরীণ পানি ব্যবস্থাপনার আওতায় উন্নত জাতের আমন ধান চাষে আগ্রহী হয়ে গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল ২০১৭ ইং সালে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের অধীনে উক্ত মাঠে সমাজভিত্তিক কৃষি পানি ব্যবস্থাপনা (CAWM) এর কার্যক্রম শুরু করে। ৫০টি কৃষক পরিবারের ৭৫ একর জমিতে উচ্চ ফলনশীল আমন ধান চাষের লক্ষ্য নিয়ে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের আওতায় কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তর কৃষক মাঠ স্কুল (FFS) কার্যক্রম চালু করে। গজেন্দ্রপুর উত্তর এফএফএস এর আওতাধীন সকল কৃষক ব্রি-ধান ৫২ ও ব্রি-ধান ৭২ এর আবাদ করেন। ব্রি-ধান ৫২ এমন এক জাতের ধান, যা বীজ তলায় বা অন্য যে কোন পর্যায়ে ১২-১৫ দিন পানি নীচে থাকলেও ক্ষতিগ্রস্থ হয় না। কৃষি সম্প্রসারণ দপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাগণ ঋঋঝ এর আওতায় ৫০টি কৃষক পরিবারের ২ (দুই) জন করে সদস্যকে উন্নত চাষাবাদের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেছেন।

ব্লু গোল্ডের মাঠকর্মীগণ কর্তৃক উচু ও মাঝারী উচু জমির আমন ধান কাটার ১২/১৫ দিন আগে আমন ক্ষেতে সরিষার বীজ বপনের পরামর্শ দেওয়া হলে অতি স্বল্প সংখ্যক কৃষক তা গ্রহণ করে পরবর্তী ফসলের আগে একটি মূল্যবান অতিরিক্ত ফসল পেয়ে লাভবান হয়েছিলেন। এতে উক্ত মাঠের সকল কৃষক উদ্বুদ্ধ হয়ে সুষ্ঠু পানি ব্যবহারের জন্য পোদখালী খালের উপর একটি গেইট বিশিষ্ট কালভার্ট নির্মাণের জন্য ব্লু গোল্ড পরামর্শক দলের বরাবরে বারংবার অনুরোধ করতে থাকেন। সংশ্লিষ্ট সকল চাষীভাইদের বক্তব্য ছিলো- যদি তারা পোদখালী খালের পানি নিয়ন্ত্রণ করা গেলে তারা এক ফসলী জমিতে দুই ফসল এবং দু'ফসলী জমিতে তিন ফসল চাষ করতে পারবেন। বিষয়টি ব্লু গোল্ডের পরামর্শক দল বিভিন্ন ধরণের তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ করে পোদখালী খালের মুখে ২ গেটবিশিষ্ট একটি কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাবে সম্মতি জ্ঞাপন করেন। বিগত ১২ সেপ্টেম্বর, ২০১৯ ইং তারিখে গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দলসহ গজেন্দ্রপুর দক্ষিণ, উলা দক্ষিণ, কাপালিডাঙ্গা ও হাজিবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের সাথে অনুষ্ঠিত ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের এক যৌথ সভায় (বকুলতলা স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে) পোদখালী খালের মুখে ২ গেটবিশিষ্ট একটি কালভার্ট নির্মাণের প্রস্তাব চূড়ান্ত রূপ লাভ করে।

উক্ত সভায় ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামের সাথে চুক্তি সম্পাদনের জন্য গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দলকে ক্ষমতা দেওয়া হয়। নির্মাণ কাজ মনিটরিং করার জন্য গজেন্দ্রপুর দক্ষিণ,কাপালীডাঙ্গা , উলা দক্ষিণ ও হাজিবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দলের পক্ষে একজন প্রতিনিধি এবং বকুলতলা স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন থেকে ১ (এক) জন প্রতিনিধি, মোট ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি মনিটরিং কমিটি গঠন করা হয়। গত ৮ জানুয়ারী, ২০২০ইং তারিখে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম (১ম পক্ষ) ও গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল (২য় পক্ষ) এর মধ্যে কালভার্ট নির্মাণের বিষয়ে চুক্তিবদ্ধ সম্পাদিত হয়।

কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন :

সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী কালভার্ট নির্মাণের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা দল আঁড়বাঁধ নির্মাণ ও অপসারণ করেছে এবং প্রয়োজনীয় পানি সেচের ব্যবস্থা সকল প্রকার নির্মাণ সামগ্রী ক্রয়, পরিবহন, নির্মাণ শ্রমিকের কাজ তদারকি সহ বাস্তবায়ন কাজে সার্বক্ষণিক ব্লু গোল্ড এর পাশাপাশি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে ব্লু গোল্ড প্রোগ্রাম কাঠামোগত কাজের সমূদয় ব্যয় বহন করেছে। ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট মনিটরিং কমিটি নির্মাণ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজ মনিটরিং করেছে। কাজের মেয়াদকাল মে ২০১৯ থেকে আগষ্ট ২০২০।

কালভার্ট নির্মাণ এর ব্যয়কৃত অর্থের শতাংশ

কালভার্ট নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে যে সকল চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হয়েছে

বৃষ্টির কারণে কালভার্ট সংশ্লিষ্ট এলাকা পানিতে ডুবে যায় এবং নির্মাণ কার্যক্রম কিছুদিন বন্দ থাকে

করোনা মহামারীর লকডাউন এর কারণে অনেক সময় নির্মাণ শ্রমিক এবং নির্মাণ সামগ্রি যথাযথ সময়ে উপস্থিত হয় নাই।

কাজের শুরুতে খালের উপর আড়বাঁধ দিয়ে মাটি খননের কাজ শুরু করে, কিন্তু অতি বৃষ্টির কারণে অতিরিক্ত পানি পাশ্ববর্তী বিলের রবি ফসলের ক্ষতি হতে থাকে। ফলে পুনরায় আড়বাঁধ অপসারণ করতে হয় পরবর্তীতে পানির চাপ কমে গেলে আড়বাঁধ পূর্ননির্মাণ করে কাজ শুরু করতে হয়।

সংশ্লিষ্ট এলাকার কৃষির উন্নয়নের জন্য কালভার্ট থেকে সর্বোচ্চ লাভ প্রাপ্তির জন্য সঠিকভাবে ও যথাসময়ে কালভার্ট পরিচালনার গুরুত্ব অনুধাবন করে সংশ্লিষ্ট ৫টি পানি ব্যবস্থাপনা দলের প্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি ও পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি পরিচালনা কমিটি গঠনের বিষয়ে একমত হন এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গের সমন্বয়ে ১০ (দশ) সদস্যবিশিষ্ট কালভার্ট পরিচালনা কমিটি গঠন করেন ও একজন গেট অপারেটর নিযুক্ত করেন। কালভার্ট পরিচালনা কমিটি তেলিখালী ক্যাচমেন্ট পওর উপ-কমিটির সাথে সমন্বয় করে এবং উচু জমি, মাঝারী জমি ও নিচু জমির পানির প্র্যাপতা অনুযায়ী কালভার্ট দিয়ে পানি উঠানো নামানোর জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের মতামতের ভিত্তিতে গেট পরিচালনা করবেন।

নাম	পানি ব্যবস্থাপনা দলের নাম	পদবী
এস এম আব্দুর রব ফকির	গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল	আহবায়ক
শম্ভু নাথ মন্ডল	হাজিবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল	সদস্য
মোঃ সাদ্দাম হোসেন	উলা দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দল	সদস্য
অর্চনা রায়	হাজিবুনিয়া পানি ব্যবস্থাপনা দল	সদস্য
মোঃ শেখ কামরুজ্জামান	কাপালিডাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দল	সদস্য
মোঃ এস এস আলী হায়দার	গজেন্দ্রপুর দক্ষিণ পানি ব্যবস্থাপনা দল	সদস্য
অশোক মন্ডল	বকুলতলা স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশন	WMA প্রতিনিধি
মোঃ ওসমান খান	গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল	জমির মালিক প্রতিনিধি
মোঃ জয়নাল আবেদীন	গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল	জমির মালিক প্রতিনিধি
কুন্তল বিশ্বাস	কাপালিডাঙ্গা পানি ব্যবস্থাপনা দল	জমির মালিক প্রতিনিধি
মোঃ রেজাউল শেখ	গজেন্দ্রপুর উত্তর পানি ব্যবস্থাপনা দল	গেট অপারেটর

ফসল বিন্যাস ঃ

পানি ব্যবস্থাপনা দল সমূহ গজেন্দ্রপুর কালভার্ট নির্মানের ফলে তারা কিভাবে তাদের ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করবে তার পরিকল্পনা তৈরি করেছে। তারা কালভার্টের মাধ্যমে অতিরিক্ত পানির প্রবেশ বন্ধ করে ও প্রয়োজনীয় পানি সংরক্ষন করে ফসল উৎপাদন বৃদ্ধির যে ছক তৈরি করেছে তা নীম্নে তুলে ধরা হলঃ

বর্তমান শস্য বিন্যাস				কাঙ্খিত শস্য বিন্যাস			
ফসল	চাষযোগ্য এলাকা %	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা %	মোট উৎপাদিত এলাকা %	চাষযোগ্য এলাকা %	ক্ষতিগ্রস্থ এলাকা %	মোট উৎপাদিত এলাকা %	মোট কাঙ্খিত বৃদ্ধি এলাকা %
খরিফ-২							
আমন	১০০	১৫	৮৫	১০০	৫	৯৫	১০
রবি							
সরিষা	২	০	২	৫	০	৫	৩
সবজি	৪০	৬	৩৪	৫০	৩	৪৭	১৩
তিল	৩৫	৭	২৮	১৫	২	১৩	(-)১৫
বোরো	২৫	৪	২১	৩৫	০	৩৫	১৪
খরিফ-১							
সবজি	০	০	০	২০	৫	১৫	১৫
পাট	০	০	০	৫	০	৫	৫
শস্য নিবিড়তা	২০০	৩২	১৬৮	২২৫	১৫	২১০	৪২

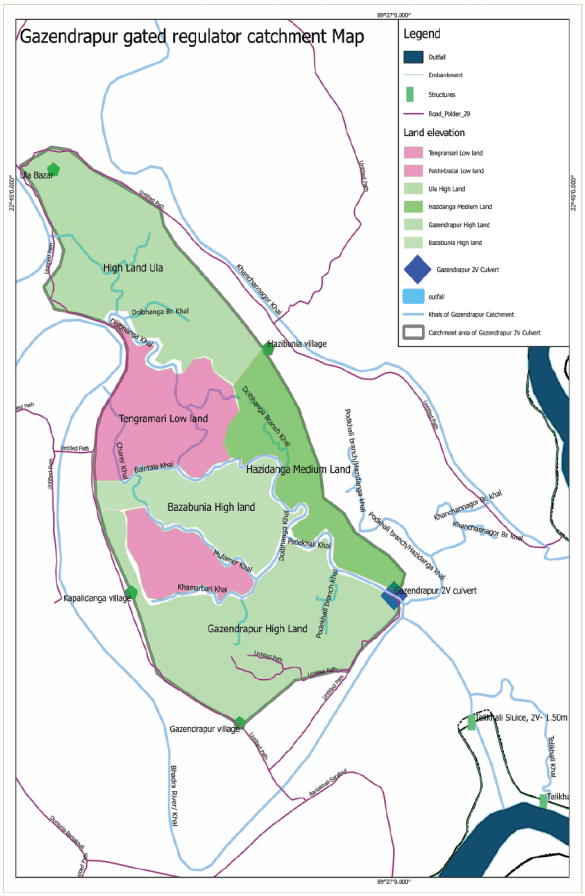

বিঃদ্রঃ সরিষা একটি একটি রিলে ক্রপ হওয়ায় রবি মৌসুমের শুরুতে কৃষকেরা শতকরা ২ভাগ জমিতে সরিষা চাষ করেণ। তবে ভবিষ্যতে তারা শতকরা ৫ভাগ জমিতে এটা বৃদ্ধি করতে পারবে বলে আশা করে।

উপসংহার ঃ

বকূলতলা স্লুইস পানি ব্যবস্থাপনা এসোসিয়েশনের সরাসরি তত্ত্বাবধায়নে সংশ্লিষ্ট সকল পানি ব্যবস্থাপনা দলের সার্বিক সহযোগিতায় এবং ব্লু গোল্ড প্রোগ্রামসহ এলাকার সকল স্তরের জনগণ/সুধীজনের সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে কালভার্ট নির্মাণ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। পানি ব্যবস্থাপনা সংগঠনের সদস্যগণ ও স্থানীয় জনগণ নির্মাণ কাজের মান ও কালভার্টের কার্যকারিতায় সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। তাঁরা নিজেরাই উঁচু, মাঝারী ও নীচু জমিতে পানি সরবরাহ ও নিষ্কাশনের জন্য একটি খসড়া পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন যা ম্যাপে দেখানো হয়েছে। তাঁরা চলতি আমন মৌসুম শেষে তাদের জমির লেভেল অনুযায়ী ফসলের জাত নির্ধারণ করে একই জমিতে একাধিক ফসল উৎপাদনে দৃঢ় আশাবাদী। তাঁরা অবকাঠামোটি যথাযথভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করে দীর্ঘদিন এ থেকে সুফল ভোগ করবেন- এটাই ব্লু গোল্ডের প্রত্যাশা।